দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 17 MAR 1992
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৭

প্রসঙ্গ ঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা

... দেশে বর্তমানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান। তাই অনেকে মনে করেন আন্দোলন, অনশন, অবরোধের মাধ্যমে যে কোন ধরনের দাবী আদায় করা সম্ভব। সে দাবী ন্যায্য হোক অন্যায্যই হোক। গত শুক্রবারের ইত্তেফাকে প্রকাশ, রাজধানী ঢাকায় কয়েকটি কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্ররা "উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্র আন্দোলন পরিষদ" গঠনের মাধ্যমে রাজপথ অবরোধ করিয়া মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট হইতে পরীক্ষা পিছানোর প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া নিয়াছে।

পূর্ব নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী ২৭শে জুন হইতে পরীক্ষা শুরু হইলেও আরও সাড়ে তিনমাস বাকী। একজন ছাত্রের পক্ষে এই সময়ে নিয়মিত পড়াশুনা করিয়া ভাল রেজাল্ট করা সম্ভব। কিন্তু ছাত্র নামধারী কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবক যাদের হাতে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা জিম্মি হইয়া আছে, তারা আন্দোলন-অবরোধের মাধ্যমে জনজীবন দুর্বিষহ করিয়া কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করিয়াছে পরীক্ষা পিছাইতে।

কমপক্ষে একমাস পিছাইয়া পরীক্ষার তারিখ যদি জুলাইয়ের শেষদিকেও নির্ধারণ করা হয়, তবুও তাহা (ব্যবহারিক পরীক্ষাসহ শেষ হইতে আগষ্ট মাস চলিয়া যাইবে। সেক্ষেত্রে ডিসেম্বরের আগে কোনভাবেই রেজাল্ট আশা করা যায় না। গত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটিয়াছিল, যদিও তাহা প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং নির্বাচনের কারণেই হয়। তাই পরীক্ষা যত তাড়াতাড়ি অনুষ্ঠিত হইবে, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ততই মঙ্গল।

আন্দোলনের নামে পরীক্ষা পিছাইবার দাবীতে যারা সোচ্চার হইয়াছে, তারা সম্ভবত: উপলব্ধি করিতে পারে না যে, তাহাদের ভবিষ্যৎ তাহারা নিজেরাই অন্ধকারের পথে ঠেলিয়া দিতেছে। সেশন জটের কবলে পড়িয়া দেশের প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনই অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে কোন যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়া পরীক্ষা পিছানো কোন সচেতন নাগরিকেরই কাম্য হইতে পারে না। আর রাজধানীর কিছুসংখ্যক কলেজের ছাত্র নিশ্চয়ই সমগ্র ছাত্র সমাজের প্রতিনিধি নয়। ঢাকার বাহিরের ছাত্রদের মতামতকেও গুরুত্ব দিতে হইবে। তাই আমরা পরীক্ষা পিছানোর তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। দেশের সকল ছাত্র-ছাত্রীর স্বার্থেই পূর্ব নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করাই আমাদের দাবী।

—জেড,এ, মাহমুদ, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, পুলিশ ক্লাব লেন, মুলাটোলা, রংপুর।